ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মালে',

মালদ্বীপ প্রজাতন্ত্র।

12ই জুমাদা আল-আখিরাহ 1446 (13ই ডিসেম্বর 2024) জুমার খুতবা

কুরআন সম্পর্কে উত্থাপিত সন্দেহ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ، وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيَ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ﴾ [1]

সমস্ত প্রশংসা, গৌরব এবং উচ্চতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য। তিনি মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন ইলাহ নেই, সর্বশক্তিমান, তাঁর একত্ব এবং তাঁর কোন শরীক নেই! আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা! আমাদের তাঁর উপর সালাম, শান্তি এবং রহমত বর্ষন করুন! এবং এই অভিবাদন, শান্তি এবং রহমতের মধ্যে তার পরিবার, তার সঙ্গী এবং যারা ন্যায়পরায়ণতার সাথে তাদের অনুসরণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন!

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা! নোবেল কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী। এটি একটি মৌখিক এবং ধারণাগত, অলৌকিক প্রত্যাদেশ যা শেষ নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিব্রিল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়। এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর শরীয়ত, যা তিনি নাযিল করেছেন, সূরা আল ফাতিহা থেকে সূরা আন-নাস পর্যন্ত তেলাওয়াতকে ইবাদতের কাজ করে তুলেছেন। এই বইটি তাওয়াতুর (গণ ট্রান্সমিশন) মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। শব্দ এবং অক্ষর, তাদের বর্ণনার পদ্ধতি, অক্ষরগুলিকে হালকা করার বা জোর দেওয়ার উপায়, কোনও পরিবর্তন ছাড়াই, বর্ণনার অবারিত শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। এবং মহানবী

(1)Surah Aali- 'Imran (3:102)

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS * REP OF MALDIVES *

(সাঃ) এর সময় থেকে আজ পর্যন্ত, কুরআন এমন বর্ণনার মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে যেখানে প্রচুর সংখ্যক বর্ণনাকারী রয়েছে যে তাদের সকলের পক্ষে মিথ্যা বা ভুলের উপর একমত হওয়া অসম্ভব। অতএব, এই কিতাবটি অবশ্যই আমাদের কাছে পৌঁছেছে যেভাবে এটি অবতীর্ণ হয়েছিল।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! যদিও কোন সন্দেহ নেই যে নোবেল কুরআন আল্লাহর বাণী, যেভাবে এটি আমাদের কাছে পৌঁছেছে এবং এর অপূর্ণতা, কিছু লোক এই বিষয়ে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি প্রকাশের সময় থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল আল্লাহ, তাঁর কিতাব, নবী-রাসূলগণের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাসকে দুর্বল করা এবং তাদের ধর্ম ও মহৎ আকীদা থেকে বিচ্যুত করা। তাদেরকে ইসলামী শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন করা। এটি এমন একটি বিষয় যাতে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হয়। তথ্যের এই যুগে, এই ধরনের ব্যক্তিদের দ্বারা সেট করা ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা কম নয়।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! সর্বপ্রথম নোবেল কুরআনের উপর সন্দেহ জাগানোর প্রচেষ্টা ছিল এটিকে আল্লাহর বাণী হিসাবে অস্বীকার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এ জন্য তারা বিভিন্ন দাবি করেন। তাদের মধ্যে একটি ছিল যে নোবেল কুরআন একটি অর্থহীন স্বপ্ন, অথবা এটি মুহাম্মদ (সাঃ) নিজেই লিখেছেন, বা তিনি একজন কবি ছিলেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ بَلْ قَالُوٓاْ أَضْغَٰثُ أَحْلَٰمٍ بَلِ ٱفْتَرَىٰهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِـَٔايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [2]

"বরং তারা বলে, এসব অলীক কল্পনা, হয় সে এগুলো রটনা করেছে, না হয় সে একজন কবি। অতএব সে নিয়ে আসুক আমাদের কাছে এক নিদর্শন যেরূপ নিদর্শনসহ প্রেরিত হয়েছিল পূর্ববর্তীগণ।"

হে মুসলিম ভাইয়েরা! যখন মক্কার মুশরিকরা দাবী করলো যে নোবেল কুরআন মহানবী (সাঃ) দ্বারা রচিত হয়েছে, তখন আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, তাদের দাবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাদের দাবি সত্য হলে এর মত একটি কুরআন তৈরি করার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِۦٓ إِن كَانُواْ صَٰدِقِينَ ﴾ [3]

"অতএব, তারা যদি সত্যবাদী হয় তবে এটার মত কোন বাণী নিয়ে আসুক না"আল্লাহ তাদের মত লোকদেরকে এই পদ্ধতিতে চ্যালেঞ্জ করে অনেক আয়াত নাজিল করেছেন। সূরা হুদের ত্রয়োদশ আয়াতে তিনি তাদেরকে নোবেল কুরআনের অনুরূপ দশটি সূরা আনতে বলেছিলেন। তারা তা করতে অক্ষম হলে, সূরা আল-বাকারার তেইশতম আয়াতে, তিনি তাদেরকে নোবেল কুরআনের অনুরূপ একটি একটি সূরা আনতে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। যদিও তারা এমন একটি আয়াতও তৈরি করতে পারেনি। অবশেষে, তিনি ঘোষণা করলেন যে মানুষ এবং জিনদের

(2)Surah Al-Anbiya (21:5)

(3)Surah At-Tur (52:34)

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS
REP. OF MALDIVES

পক্ষে নোবেল কুরআনের মতো একটি বই তৈরি করা অসম্ভব, এমনকি যদি তারা একসাথে কাজ করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴾[4]

"বলুন, যদি কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনার জন্য মানুষ ও জিন সমবেত হয় এবং যদিও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ আনতে পারবে না।"

এই আয়াতগুলো যেমন প্রমাণ করে যে, কুরআন মানুষের কাজ যে দাবিগুলো খন্ডন করা হয়েছে এবং বাতিল করা হয়েছে। এবং তা কখনই বিজয়ী হবে না।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! কুরআনে প্রচুর বৈজ্ঞানিক প্রমাণ রয়েছে যা নিশ্চিত করে যে এটি আল্লাহর বাণী। মায়ের গর্ভে একটি শিশুর গর্ভধারণ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে তার গঠন পর্যন্ত বিকাশের পর্যায়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে এরকম একটি প্রমাণ। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴾[5]

"পরে আমরা শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকা-তে, অতঃপর 'আলাকা-কে পরিণত করি গোশতপিণ্ডে, অতঃপর গোশতপিণ্ডকে পরিণত করি অস্থিতে; অতঃপর অস্থিকে ঢেকে দেই গোশত দিয়ে; তারপর তাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে। অতএব (দেখে নিন) সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!" এটি এমন তথ্য যা আল্লাহর প্রকাশ ব্যতীত সেই সময়ে কেউ জানতে পারত না। অতএব, আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুসারে, এই উদাহরণটিই নিশ্চিত করে যে নোবেল কুরআন সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! কিছু প্রাচ্যবিদ, যেমন নর্মান ড্যানিয়েল, দাবি করেন যে নোবেল কুরআন মহান রাসুল (সা.)-কে লেভান্টে ভ্রমণের সময় বাহিরার, একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী থেকে দেওয়া হয়েছিল। কুরআনের শব্দ এবং তাওরাত ও গসপেলের কিছু গল্পের মধ্যে মিল থাকার কারণে তারা এই পরামর্শ দেয়। এটি ঘটেছে কারণ, যদিও মূলগুলি আজ হারিয়ে গেছে, তৌরাত এবং ইঞ্জিল (আল্লাহর পক্ষ থেকে) অবতীর্ণ গ্রন্থ ছিল। যাইহোক, নোবেল কুরআন তার চাচা আবু তালিবের সাথে ভ্রমণের সময় যে সন্ন্যাসীর সাথে সংক্ষিপ্তভাবে সাক্ষাত হয়েছিল তার কাছ থেকে রাসূল (সা.) শিখেছিলেন তা অসম্ভব।

(4)Surah Al-Isra (17:88)

(5)Surah Al-Mu'minun (23:14)

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা! আমাদেরকে এমন ব্যক্তি বানিয়ে দিন যারা পবিত্র কুরআন, ইসলাম ধর্ম এবং মহানবী (সা.), তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে যেসব সন্দেহের সৃষ্টি হয় তা ভিত্তিহীন মিথ্যা! এবং এই ধরনের সন্দেহের জন্য মুসলিম পন্ডিতদের দেওয়া প্রতিক্রিয়াগুলি অধ্যয়ন করে আমাদেরকে ইসলামের মহান ধর্মে অবিচলিত করুন। আমীন!

بَارَكَ اللهُ لِيْ وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ، وَنَفَعَنِيْ وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيْهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ، أَقُوْلُ قَوْلِيْ هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ الْجَلِيْلَ لِيْ وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ يَغْفِرْ لَكُمْ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ، وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الْكَرِيْمُ.

****

দ্বিতীয় খুতবা[6]

اَلْحَمْدُ لِلهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ عَلَى نِعَمِهِ الْجِسَامِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ.

أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ حَقَّ التَّقْوَى، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوۡمٗا تُرۡجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ﴾ (7)

সমস্ত প্রশংসা, গৌরব এবং উচ্চতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্য। তিনি মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ। আমি অসংখ্য নেয়ামতের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া উপাসনার যোগ্য কোন ইলাহ নেই এবং তার কোন শরীক নেই! আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

---

(6)Surah Al-Baqarah (2:281)

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS
REP OF MALDIVES

আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সালাম ও বরকত নাযিল করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সাথীদের উপর!

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আল্লাহকে ভয় কর, তিনি মহিমান্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ, এবং তাঁকে স্মরণ কর! তিনি বলেন: “আর তোমরা সেই দিনের তাকওয়া অবলম্বন কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। তারপর প্রত্যেককে সে যা অর্জন করেছে তা পুরোপুরি প্রদান করা হবে। আর তাদের যুলুম করা হবে না।” (8)

হে মুসলিম ভাইয়েরা! ইসলামের শত্রুরা সর্বদা আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে সচেষ্ট। কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে যে, কাফেররা যতই কামনা করুক না কেন, এটা কখনই হবে না। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ﴾ (9)

“তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর নূর পরিপূর্ণ করা ছাড়া আর কিছু করতে অস্বীকার করছেন। যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।”

হে মুসলিম ভাইয়েরা! কাফেরদের ইসলামকে ধ্বংস করার অপচেষ্টা থেকে আমাদের সজাগ থাকতে হবে এবং সতর্ক থাকতে হবে! আমাদের অবশ্যই দ্বীনের বিষয়গুলো ভালোভাবে শিখতে হবে এবং শত্রুদের চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। কাফেররা মুসলমানদেরকে তাদের ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে। তবে আমাদের সংকল্প হওয়া উচিত মৃত্যুর দিন পর্যন্ত ইসলামে অবিচল থাকা। কেননা কেউ যদি এই ধর্ম পরিত্যাগ করে এবং কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তবে তাদের সমস্ত আমল বৃথা যাবে এবং তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান হবে জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقَٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ﴾ (10)

“আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ নিজের দ্বীন থেকে ফিরে যাবে এবং কাফের

---

(9)Surah At-Tawbah (9:32)

(10)Surah Al-Baqarah (2:217)

হয়ে মারা যাবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের আমলসমূহ নিস্ফল হয়ে যাবে। আর এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠান! এটা এমন কিছু যা মহান আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নির্দেশ দিয়েছেন! তিনি বলেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيۡهِ وَسَلِّمُواْ تَسۡلِيمًا ﴾ (11)

"নিশ্চয় আল্লাহ নবীর প্রশংসা করেন এবং তার ফেরেশতাগণ নবীর জন্য দোআ-ইসতেগফার করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর উপর সালাত পাঠ কর এবং তাকে যথাযথ ভাবে সালাম জানাও।"

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. اَللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ. وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ، أَبِيْ بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ أَجْمَعِيْنَ. وَعَنَّا مَعَهُمْ بِكَرَمِكَ وَجُوْدِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ.

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা! আমাদের থেকে সকল রোগ-শোক দূর করে দাও। আমাদের ভাই ও বোনদের যারা বিভিন্ন অসুস্থতায় ভুগছেন তাদের সুস্থ করুন এবং তাদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল দিন! আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করুন এবং এর সমৃদ্ধি বজায় রাখুন! আমাদের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করুন এবং এর স্বয়ংসম্পূর্ণতা বৃদ্ধি করুন!

হে আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা! হেদায়েত, বিজয় ও সাফল্য দান করুন সেই নেতাদের, যাদেরকে আপনি ইসলাম ও বিশ্বের বিষয়গুলোকে সৎ পথে পরিচালিত করতে সক্ষম করেছেন! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন! সকল মুমিন ও মুসলমানদের ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি রহম করুন!

اَللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِيْنَ. وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِيْنَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِيْنَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فِيْ غَزَّةَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ

(11)Surah Al-Ahzab (33:56)

MINISTRY OF ISLAMIC AFFAIRS
REP. OF MALDIVES

سَبِيْلِكَ فِيْ فِلَسْطِيْنَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ. اَللّٰهُمَّ وَحِّدْ صُفُوْفَهُمْ، وَسَدِّدْ رَمْيَهُمْ، وَاجْبُرْ كَسْرَهُمْ، وَاشْفِ مَرْضَاهُمْ، وَتَقَبَّلْ شُهَدَاءَهُمْ، وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ. اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِالْيَهُوْدِ الْغَاصِبِيْنَ. اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اِهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ، وَانْصُرْ إِخْوَانَنَا عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ.

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اَلْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُجِيْبُ الدَّعَوَاتِ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ! ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾[12] ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾[13]

শাইখ আহমাদ ফাহমি দিদি

ইসলামিক মন্ত্রণালয়

(12)Surah Al-Baqarah (2:201)

(13)Surah Al-'Ankabut (29:45)